লেখকের লিখিত গ্রন্থাবলী

১। তোহফায়ে কালিমী (যিকির সম্পর্কিত)।
২। মুনকাশিফ (মুনশায়েব এর শারাহ)।
৩। কাশফুল আদাব (ফায়যুল আদাব এর শারাহ) প্রথম খন্ড।
৪। আযীযুল আদাব (মাজানীয়ুল আদাব এর শারাহ)।
৫। এতেকাফের নিয়ম ও মসায়েল।
৬। নাগমাতে কালিমী (নাত ও গজলের বই) ।
৭। নাগমাতে আযীযী।
৮। তাযকেরায়ে মাশায়েখে পান্ডুয়া।
৯। ইলম এবং আলেমসম্প্রদায়।
১০। ভূমিকম্পের কারণ ও পূর্ববর্তী আযাবের বিবরণ।
১১। ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম।
১২। আ'লা হযরত-এর মহান ব্যক্তিত্ব।

প্রকাশকঃ- মুসলিম বুক ডিপো
চাঁদনী মার্কেট এবং স্টার মার্কেট, ৫তলা মসজিদ রোড, কালিয়াচক, মালদা।
Mob. 9733288906, 9647818987

ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম

YaNabi.in

লেখকঃ-
আযীযে মিল্লাত মুফতী **মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয কালিমী**
বড় বাগান, মানিকচক, মালদা
শিক্ষকঃ- মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহীয়া মাদিনাতুল উলূম,
খালতিপুর, থানা-কালিয়াচক, জেলা-মালদা।
Mob. 9734135362

প্রকাশকঃ- মুসলিম বুক ডিপো
চাঁদনী মার্কেট এবং স্টার মার্কেট, ৫তলা মসজিদ রোড, কালিয়াচক, মালদা।
Mob. 9733288906, 9647818987

ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম

লেখকঃ-
আযীযে মিল্লাত মুফতী মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী
গ্রাম- কুরবানী টোলা (বড় বাগান),
থানা- মানিকচক, জেলা- মালদহ (পঃ বঃ)।
মোবাইল- ৯৭৩৪১৩৫৩৬২

শিক্ষক- এম.জি.এফ. মাদীনাতুল উলূম,
খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা (পঃবঃ)।

ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম

পরিমার্জনায় ঃ- **মৌঃ মোহাম্মাদ মোতিউর রহমান**
উঃ লক্ষীপুর, মোথাবাড়ী, মালদা।
শিক্ষক- এ.জি.জে.এস.হাই মাদ্রাসা (এইচ.এস)
গঙ্গাপ্রসাদ, মোথাবাড়ী, কালিয়াচক, মালদা

প্রথম প্রকাশ ঃ- ২০১৬

মূল্য ঃ টাকা।

প্রকাশক ঃ- **মুসলিম বুক ডিপো**
প্রোঃ আব্দুর রাউফ এবং সেলিম
পিতাঃ মোহাঃ আবেদ আলি
চাঁদনী মার্কেট এবং স্টার মার্কেট, ৫তলা মসজিদ রোড, কালিয়াচক,
মালদা। মোবাইল- ৯৭৩৩২৮৮৯০৬ / ৯৬৪৭৮১৮৯৮৭

অক্ষর বিন্যাস ঃ- **রেইনবো** (এ প্রিন্টিং সপ),
পানিরুদ্দিন কমপ্লেক্স, কালিয়াচক, মালদা
মোবাইলঃ ৯৬১৪৯৬৪৫৮৭

উৎসর্গঃ

* আয়েনায়ে হিন্দ হযরত আখি **সিরাজুদ্দিন** উসমান আওধী সাদুল্লাহ পুর মালদা।

* শাহে সিমনান হযরত মাখদুম **আশরাফ জাহাঙ্গীর** কেছৌছা শরীফ (উঃপ্রঃ)

* পীরে তারীক্বাত হযরত **কাসিম আলী কালিমী** মীরান পুর কাটরা শরীফ (উঃ প্রঃ)

* পীরে তারীক্বাত তাজুল ওরাফা হুযুর সায়্যেদ শাহ **মাসরুর আহমাদ কালিমী** মীরান পুর কাটরা শরীফ । (উঃপ্রঃ)

رحمة الله عليهم اجمعين

* সমস্ত **শিক্ষক মন্ডলীগণ** যাদের অশেষ করুণার দ্বারা এই অধম ধর্মের খেদমত করার সুযোগ পেয়েছে।

এবং

আমার গোত্রের ছোট বড় সকল, বিশেষ করে আমার দাদা, দাদী, এবং ভাই বোন যারা ইহকাল ত্যাগ করে পরকাল গমন করেছে। এছাড়াও আমার পরম শ্রদ্ধেয় মাতা ও পিতা যাঁদের নেক দোয়া ও পরম স্নেহের দ্বারা এই অধম লালিত পালিত হয়েছে।

আমি আমার লেখনীর দ্বারা সঞ্চিত ও অর্জিত সমস্ত নেকী তাঁদের জন্য উৎসর্গ করলাম।

ইতি-

মোহাঃ আব্দুল আযীয কালিমী।
বড়বাগান, মানিকচক, মালদহ।
৩রা অক্টবর ২০১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

অভিমত

বাংলার গৌরব, স্বনাম ধন্য, খ্যাতিসম্পন্ন মোনাযিরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা **মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী** (তাগাম্মাদাহুল্লাহু বিগুফরানিহি) এফ.ডি.এন.এম.এম.এ.বি.এড) । শিক্ষক নাইত শামসেরিয়া হাইমাদ্রাসা- রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ।

পশ্চিম বাংলার তরুন সুন্নী হানাফী আলিমে দ্বীন, আযীযে মিল্লাত ফাযিলাতুশ শাইখ হযরাতুল আল্লাম, **মুফতী মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী** সাহেব (আত্বালাল্লাহু উমরাহু অ-বারাকা ফী হায়াতিহি)। বর্তমান শিক্ষক মাদ্রাসা গাওসিয়া ফাসিহিয়া মাদিনাতুল উলূম (খালতিপুর, কালিয়াচক, মালদা) বিবাচিত ''ইমামের অনুসরণে ক্বেরাতের হুকুম" নামক বইটির পান্ডুলিপি খানা, খুটিঁ নাটি না হলেও মোটা মাটি ভাবে আমার দেখার সুযোগ হয়েছে।

পান্ডুলিপিটি পাঠ করে আমি এটা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছি যে, লেখক যার পর নাই পরিশ্রম করে, পবিত্র ক্বোরআন, সহী হাদীস, ইজমা ও ক্বেয়াস এর পর্যাপ্ত পরিমানে দলীলাদি এবং অকাট্ট যুক্তি সমূহ তুলে ধরে, মূল আলোচ্য বিষয়টির সবিস্তর সুন্দর আলোচনা করে, বিষয় বস্তুটি প্রমাণ করতে এবং এ ব্যাপারে বিরোধীদের আনা অভিযোগগুলির নিখুঁত ভাবে খন্ডন করতে সক্ষম ও সফল হয়েছেন। আমি মনে করি যে, কোন মানুষ নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বইটি অন্তত একবার ও যদি ভালভাবে পড়ে দেখে, তাহলে সে জীবনে আর কোনো দিন এই কথা মুখে উচ্চারণ করবেনা যে, ইমামের পিছনে ক্বেরাত করা লাগবে। চরম ব্যস্ততার কারণে বেশি কিছু লিখতে পারলামনা। আল্লাহ রব্বুল আলামীনের পাক দরবারে আন্তরীক ভাবে দুয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন গাওসো খাজা রেজা হামিদো মুস্তাফার ওসিলায় লেখকের হায়াতে, হাতে কলমে ইলমে ও আমলে অগণিত বরকত দান করেন, এবং তার এই প্রয়াস মঞ্জুর করে উত্তম প্রতিদান দান করেন। আমীন ইয়া রব্বাল আলামীন।

ইতি-

খাদিমে মাসলাকে আলা হযরত
মোঃ আলীমুদ্দিন আখতারী রেজবী
রঘুনাথগঞ্জ, জঙ্গীপুর মুর্শিদাবাদ,
২২শে মার্চ ২০১৬

সূচীপত্রঃ

ক্রমিক সংখ্যা		পৃষ্ঠা নং
১।	প্রথম যুগে নামাযে ক্বেরাতের অবস্থা	৩
২।	উক্ত আয়াত মোক্তাদীর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে	৪
৩।	হাদীস থেকে প্রমাণ	৬
৪।	একটি প্রশ্নঃ	১২
৫।	উত্তরঃ	১২
৬।	উক্ত বিষয়ের প্রতি আপত্তী ও তার জবাব	১৩
৭।	নামাযে সাধারণতঃ ক্বোরআন পাঠ ফরয	১৬
৮।	নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব	২০
৯।	একটি ভুল ধারণা	২১
১০।	নামাযে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা মিলানো ওয়াজেব	২৩
১১।	নামাযে সাধারণত ক্বেরাত ফরয হওয়ার প্রমাণ	২৫
১২।	একটি প্রশ্না ও তার উত্তরঃ	২৮
১৩।	ফরয নামাযে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা মিলানোর বর্ণনা	৩০
১৪।	ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষেধ	৩৪
১৫।	উক্ত বিষয়ে হাদীসসমূহের দৃঢ়তা প্রমাণ	৪৩
১৬।	ইমামের পিছনে ক্বেরাত না করাটাই যুক্তি যুক্ত	৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ اُصُوْلَ الْفِقْهِ مَبْنًى لِلشَرَائِعِ وَالْاَحْكَامِ وَاَسَاسًا لِعِلْمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَامُحَمَّدٍ الَّذِىْ اَجْرَىٰ هٰذِهِ الرُّسُوْمَ اِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهِ الْمُهْتَدِيْنَ وَتَابِعِيْهِمْ وَتَبَعِهِمْ مِنَ الْاَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِيْنَ اَمَّابَعْدُ

প্রথম যুগে নামাযে ক্বেরাতের অবস্থা

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে সকল মুসলমানের জন্য দুটি স্তম্ভ আবশ্যিক পালনীয় ,(২) নামায,(৩) রোযা, কিন্তু ৪) যাকাত ও ৫) হজ্জ সাহেবে নেসাবের জন্যই ফরয।

ফরয নামাযসমূহ আদায়ের নিয়মাবলীর সাতটি ফরযের মধ্যে একটি হলো ক্বেরাত বা ক্বোরআন পাঠ। নামায ইমামের পিছনে মোক্তাদীর ক্বেরাত বা ক্বোরআন পাঠের কি বিধান রয়েছে তা আমাদের জানা আবশ্যিক।

☞ সর্ব প্রথমে জেনে রাখা জরুরী যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে নামাযাবস্থায় পার্থিব কথা বার্তা ও বৈধ ছিলো। এবং ইমামের পিছনে মোক্তাদীরাও ক্বেরাত করত কিন্তু নামাযে ব্যাঘাত ঘটায়ঃ নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহ পাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেছেন।

وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ

অর্থাৎ- দাঁড়িয়ে যাও আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে।

বস্তুতঃ মুসলিম শরীফ "বাবু তাহরীমিল কালামি ফিস স্বালাত" পরিচ্ছেদ এবং বোখারী শরীফ "বাবু মা য়ুনহা মিনাল কালামি ফিস স্বালাতে" পরিচ্ছেদে হযরত যায়েদ বিন আরক্বাম রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন।

كُنَّانَتَكَلَّمُ فِى الصَّلٰوةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَاِلٰى جَنْبِهٖ فِى الصَّلٰوةِحَتّٰى نَزَلَتْ وَقُوْمُوْالِلّٰهِ قَانِتِيْنَ فَاُمِرْنَابِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَاعَنِ الْكَلَامِ (لفظ مسلم)

অর্থাৎ- আমরা নামাযের মধ্যে কথা বার্তা বলতাম, এক ব্যক্তি তার পাশে দাঁড়ানো তার বন্ধুর সাথে কথা বলছিল, এমন সময় "কুমূ লিল্লাহি ক্বানিতীন" আয়াতটি অবতীর্ণ হল। এরপর আমাদের কে চুপ থাকার নির্দেশ দেয়া হল এবং কথা বলতে নিষেধ করা হল।

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর নামাযে কথাবার্তা বলা নিষেধ হল। কিন্তু মোক্তাদীগণ ক্বোরআনের ক্বেরাত করতই, যখন নিম্নক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল তার পর থেকে মোক্তাদীদের জন্য ক্বোরআনের ক্বেরাত ও নিষেধ হয়ে গেল। যদিও তা সূরা ফাতেহাই হোক বা অন্য কোন সূরা।

আল্লাহ পাক্ ইরসাদ করেন -

اِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْالَهٗ وَاَنْصِتُوْالَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

অর্থাৎ- যখন ক্বোরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে সেটা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাকো, যাতে তোমাদের উপর দয়া হয়। (সুরা আ'রাফ, আয়াত ২০৪)।

উক্ত আয়াত মোক্তাদীর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে-

১) তাফসীরে কাবীর পঞ্চম খন্ড ৩০৩ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন।

اَنَّهَانَزَلَتْ فِىْ تَحْرِيْمِ الْكَلَامِ فِى الصَّلٰوةِ،قَالَ اَبُوْهُرَيْرَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: كَانُوْايَتَكَلَّمُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاَمَرُوْابِالْاِنْصَاتِ وَقَالَ

قَتَادَةُ: كَانَ الرَّجُلُ يَاْتِىْ وَهُمْ فِىْ الصَّلٰوةِ فَيَسْاَلُهُمْ، كَمْ صَلَّيْتُمْ وَكَمْ بَقِىَ؟ وَكَانُوْا يَتَكَلَّمُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ بِحَوَائِجِهِمْ،فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذِهِ الْاٰيَةَ

অর্থাৎ- উক্ত আয়াত নামাযে কথাবার্তা বলা হারাম করার জন্য অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নামাযাবস্থায় লোকেরা কথাবার্তা বলত, অতঃপর অত্র আয়াত অবতীর্ণ হল এবং নিশ্চুপ থাকার নির্দেশ দিলেন এবং হযরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, লোকেরা নামাযাবস্থায় ছিল, এহনাবস্থায় এক ব্যক্তি আসল এসে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করল, "কত রাকাআত পড়েছেন এবং কত বাকী আছে? সুতরাং মানুষ নামাযাবস্থায় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলত, (যার কারণে) আল্লাহ পাক অত্র আয়াত অবতীর্ণ করেন।

২) তাফসীরে কাশশাফ চতুর্থ খন্ড ১৮১ পৃষ্ঠায় উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন,

وُجُوْبُ الْاِسْتِمَاعِ وَالْاِنْصَاتِ وَقْتَ قِرَاَةِ الْقُرْآنِ فِى الصَّلٰوةِ وَغَيْرِ صَلَاةٍ وَقِيْلَ كَانُوْايَتَكَلَّمُوْنَ فِى الصَّلٰوةِ فَنَزَلَتْ

অর্থ- কোরআন পাঠ করার সময় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব। নামাযের মধ্যে হোক বা বাইরে।

আরও বলা হয়েছে যে, লোকেরা নামাযাবস্থায় কথাবার্তা বলত (অতএব তা নিষেধ করার জন্য) উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

উক্ত আয়াত মোক্তাদীর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে- হাদীস থেকে প্রমাণ-

১) হাদীস- হযরত আব্দুল্লাহ বিন মোগাফফাল রাদিয়াল্লাহু আনহু কে জিজ্ঞেস করা হল। যে ব্যক্তিই পবিত্র ক্বোরআন পাঠের ধনী শুনতে পাবে তার জন্য কি তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করা এবং নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব (অপরিহার্য)? তার উত্তরে তিনি বললেন এ আয়াত فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا তো ইমামের ক্বেরাত সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। (অর্থাৎ ইমাম যখন নামাযে প্রকাশ্য ক্বেরাত করবে তো মোক্তাদী তা মনোযোগ দিয়ে শোনবে, আর যখন ইমাম গোপনীয় ক্বেরাত করবে তখন মোক্তাদী নিশ্চুপ থাকবে) অত্র হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম, আবুশ শায়েখ এবং ইবনে মারদুবীয়া বর্ণনা করেছেন, এবং বাইহাক্বীও কেতাবুল ক্বেরাতে লিখেছেন।

☞**বস্তুত-** প্রকাশ থাকে যে উক্ত হাদীস থেকে প্রমাণ হল যে -

اِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا....الخ

আয়াতটির শানে নুযুল (অর্থাৎঃ অবতীর্ণের কারণ) এটাই যে, যখন ইমাম নামাযে প্রকাশ্য ক্বেরাত করবে তো মোক্তাদী তা মনোযোগ দিয়ে শোনবে, আর যখন ইমাম গোপন ক্বেরাত করবে তখন মোক্তাদী নিশ্চুপ থাকবে। সুতরাং তাফসীরে "মাদারিকে" এই আয়াতের তাফসীর এইরুপ করেছেন-

وَجُمْهُوْرُالصَّحَابَةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَلٰى اَنَّهُ فِى اِسْتِمَاعِ الْمُوْتَمِّ

অর্থাৎ- জমহূর সাহাবায়ে কেরাম (সাহাবা সমাজ) রাদিয়াল্লাহু আনহু- এর অভিমত, এই আয়াতে যে হুকুম রয়েছে (মনোযোগ নিয়ে শ্রবণ করা এবং নিশ্চুপ থাকা)। তা মোক্তাদীর সম্পর্কে। অতঃপর সে নামাযে ইমামের পশ্চাতে ক্বেরাত করবেনা।

২) হাদীসঃ হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, এক দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম নামায পড়ালেন, যারা হুযুরের পেছনে নামায পড়ছিলেন তারাও ক্বোরআন পাঠ করলেন যার ফলে তাদের ক্বেরাতের সাথে হুযুরের ক্বেরাত মিশ্রিত হয়েগেল। অতঃপর এই আয়াত فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অবতীর্ণ হল। যার ফলে ইমামের পশ্চাতে ক্বেরাত করা নিষেধ হয়ে গেল। (ইবনে মারদুবীয়া বাইহাক্বী শরীফ)।

৩) হাদীসঃ– মোহাম্মাদ বিন কাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম নামাযে ক্বোরআন পাঠ করতেন তো যারা তাঁর মোক্তাদী হত তারাও সেটাকেই পুনরাবৃত্তি করত। যখন হুযুর বিসমিল্লাহ পাঠ করতেন, তারাও বিসমিল্লাহ পাঠ করত। আর যখন হুযুর সুরা ফাতেহা এক আয়াত পাঠ করতেন তো তারাও তা পুনরাবৃত্তি করতে থাকত, এবং হুযুর পরবর্তী যে আয়াত পাঠ করতেন মোক্তাদীরা সেটাকেই পুনরাবৃত্তি করতে থাকত। অতঃপর এ আয়াত فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অবতীর্ণ হল। (যাতে মোক্তাদীগণকে ইমামের পশ্চাতে ক্বেরাত পাঠ করতে নিষেধ করা হল)। উপরোক্ত হাদীসটি সাঈদ বিন মানসুর ইবনে আবি হাতিম এবং বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন।

৪) হাদীসঃ- হযরত মোজাহেদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আনসারের মধ্যে এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পশ্চাতে নামাযে ক্বেরাত পাঠ করল। তো এই আয়াত فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অবতীর্ণ হল। (যাতে ইমামের পেছনে ক্বেরাত নিষেধ করা হল) এই হাদীসটি আবদ বিন হোমায়দ, ইবনে আবি হাতিম এবং বাইহাক্বি বর্ণনা করেছেন।

৫) **হাদীসঃ** হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম একদিন সাহাবীদেরকে নামায পড়ালেন নামায শেষে শুনলেন যে তারা মোক্তাদী হওয়া সত্যেও ক্বোরআনের ক্বেরাত করে। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করলেন, এখনও কি তোমাদের নিকট সেই সময় আসেনি যে, ইমাম যখন ক্বোরআন পাঠ করবে, তখন তোমরা তা মনোযোগ নিয়ে শ্রবণ করবে এবং তার অর্থে ধ্যান দিবে? এখনও কি তোমাদের সেই সময় আসেনি যে ইমাম যখন ক্বেরাতপাঠ করবে তা তোমরা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে তার অর্থে ধ্যান দিবে? তোমরা এই আয়াত وَاِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا এর প্রতি পুরোপুরী ভাবে আমল কর। (অর্থাৎ যখন ইমাম ক্বেরাত করবে তো তা কর্ণপাত করে শোনবে এবং নীরব থাকবে (এই হাদীসটি আবদ ইবনে হোমায়দ, ইবনে জোরায়র, ইবনে আবি হাতিম, আবুশ শায়েখ এবং বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন)।

৬) হাদীসঃ- হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পশ্চাতে (মোক্তাদী হওয়া সত্যেও উচ্চ স্বরে ক্বেরাত করত ফলে চতুর্দিক থেকে আওয়ায ভেসে আসতো। অতঃপর এ আয়াত فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অবতীর্ণ হল। (যাতে ইমামের পশ্চাতে ক্বেরাত নিষেধ করা হল)। (অত্র হাদীসটি ইবনে জোরায়র, ইবনে আবি হাতিম, আবুশ শায়েখ, ইবনে মারদুবীয়া বাইহাক্বী এবং ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন)।

৭) **হাদীসঃ** হযরত যোহরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক আনসারী যুবক মোক্তাদী হওয়া সত্যেও নবী করীম, সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম যা কিছু পবিত্র ক্বোরআন পাঠ করতেন সেও তা আউড়াতে থাকত। অতঃপর فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অবতীর্ণ হল। (যাতে ইমামের পেছনে ক্বোরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(উক্ত হাদীসটি ইবনে জোরায়র এবং বাইহাকী বর্ণনা করেছেন)

৮) হাদীসঃ- হযরত আব্দুল আলিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে নামায পড়াতেন, আর নামাযে যা ক্বোরআন পাঠ করতেন, সাহাবায়ে কেরামও তা পুনরাবৃত্তি করতেন। অতঃপর এ আয়াত فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অবতীর্ণ হল। (যাতে এমামের পশ্চাতে ক্বেরাত নিষেধ করা হল)। (এই হাদীসটি আবদ বিন হোমায়দ, আবুশ শায়খ এবং বাইহাক্বী বর্ণনা করেছেন)।

৯) হাদীসঃ- হযরত ইব্রাহীম নাখঈ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম নামাযে ক্বোরআন পাঠ করতেন, তো এক ব্যক্তি (মোক্তাদী হওয়া সত্যেও তা পুনরাবৃত্তি করত। অতপরঃ এ আয়াত فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অবতীর্ণ হল। যাতে ইমামের পেছনে ক্বেরাত নিষেধ করা হল)। (অত্র হাদীসটি ইবনে আবি শায়বা বর্ণনা করেছেন)। এবং বাইহাক্বী বলেন, ইমাম আহমাদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, এই কথার প্রতি সকলের ইজমা (একমত) রয়েছে যে, فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا অর্থাৎ মনোযোগ দিয়ে শুন এবং নিশ্চুপ থাক)। আয়াতটি নামাযে ইমামের পেছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ করা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে।

বস্তুতঃ- প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত সমস্ত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণ হয় যে, ইমামের পশ্চাতে মোক্তাদীগণকে ক্বেরাত করা নিষিদ্ধ।

☞ইবনে হুমাম এবং অধিকাংশ ফোক্বাহায়ে কেরাম (শাস্ত্রবিদগণ) রাহেমাহুমুল্লাহু তাআলা বলেছেন, নামাযে মোক্তাদীকে ক্বেরাত সম্পর্কে দু'প্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। **১) ইসতিমতা** (অর্থাৎ মনোযোগদিয়ে শ্রবণ করা) এবং

২) ইনসাত (অর্থাৎঃ- নিশ্চুপ থাকা)। প্রথম নির্দেশ 'ইসতিমতা' অর্থাৎ ইমামের ক্বেরাত মনোযোগ দিয়ে শোনা জেহরী নামায (যে নামাযে প্রকাশ্যে ক্বেরাত করা হয়) সম্বন্ধে রয়েছে। এবং দ্বীতিয় নির্দেশ 'ইনসাত' (অর্থাৎ নিশ্চুপ থাকা সিররী নামায (অর্থাৎ যে নামাযে গোপনীয় ক্বেরাত করা হয়) সম্বন্ধে রয়েছে। সুতরাং আয়াতটির অর্থ হল।

وَاِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ اِنْ جُهِرَ بِهٖ

অর্থাৎ- প্রবিত্র ক্বোরআন যদি প্রকাশ্যে পাঠ করা হয়, তোমরা তা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করবে।

وَاَنْصِتُوْا وَاسْكُتُوْا اِنْ اُسِرَّ بِهٖ

অর্থাৎ- এবং নীরব নিশ্চুপও থাক, যদি ক্বোরআন গোপন পাঠ করা হয়।

☞হযরত ইবনে আব্দুল বার রাহেমাহুল্লাহু "ইসতিযকার" এবং "তামহীদ" গ্রন্থে লেখেছেন। আয়াত فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا এর উপর আমল করতঃ ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর শিষ্য সম্প্রদায় (রাহেমাহুমুল্লাহু তা-য়ালা) ইমামের পশ্চাতে ক্বেরাত সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন তা হল, মোক্তাদী জেহরী নামাযে (যে নামাযে প্রাকাশ্য ক্বেরাত হয়) ইমামের ক্বেরাত মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করবে আর সিররী নামাযে (যে নামাযে গোপনীয় ক্বেরাত হয়) নীরব থাকবে এবং কিছু পাঠ করবে না।

অতএব হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ, যায়েদ বিন সাবিত এবং হযরত আলী বিন আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহুম- এর ও এটাই অভিমত। এবং হযরত ওমর বিন খাত্তাব এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বিশুদ্ধ মত প্রকাশ হয়েছে তাও এটাই। এমন কি হযরত সুফয়ান সৌরী, সুফয়ান বিন উয়ায়না, ইবনে আবি লাইলা, হাসান বিন সালেহ বিন হাই, ইব্রাহীম নাখঈ এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুম এর সমস্ত শিষ্য তাছাড়া যত বিখ্যাত সাহাবা ও তাবেঈগণ আছেন

সকলের অভিমত এটাই যে, মোক্তাদী নামাযে প্রকাশ্যে ক্বেরাত হলে সে তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে আর নামাযে গোপনীয় ক্বেরাত হলে সে নীবর থাকবে।

☞হযরত আল্লামা আইনী রাহেমাহুল্লাহু বলেন, ইমামের পেছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ, এই সম্পর্কে সুবিখ্যাত আশি (৮০) জন সাহাবায়ে কেরাম এর অভিমত রয়েছে। যার মধ্যে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম ভুক্ত রয়েছেন। এবং সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের নাম মোহাদ্দেসীন কেরামের নিকট সুরক্ষীত আছে। আরও কথিত আছে যে, সেই যুগে ইমামের পেছনে ক্বেরাত নিষিদ্ধ সম্পর্কে ফতওয়া প্রদানকারীর সংখ্যা (৮০) আশি চাইতেও বেশি ছিল। আর এই বিষয়ে সমস্ত মুফতী সম্প্রদায়ের একমত হয়ে যাওয়া ইজমার ন্যায়।

তিনি আরও বলেন, শায়েখ ইমাম আব্দুল্লাহ বিন ইয়াকুব হারেসী (রাহমাতুল্লাহি) কাশফুল "আসরার" গ্রন্থে লেখেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসলাম রাহেমাহুল্লাহু নিজ পিতা থেকে বর্ণনা করেন, হযরত যায়দ বিন আসলাম রাহেমাহুল্লাহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দশ (১০) জন সাহাবী ইমামের পেছনে ক্বেরাত করাকে কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ করতেন, সেই দশ জন হল ১) হযরত আবু বাকার সিদ্দীক ২) হযরত ওমর বিন খাত্তাব ৩) হযরত উসমান বিন আফফান ৪) হযরত আলী বিন আবি তালিব ৫) আব্দুর রহমান বিন আউফ ৬) সায়াদ বিন আবি তালিব ৭) আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ৮) যায়েদ বিন সাবিত ৯) আব্দুল্লাহ বিন ওমর এবং ১০) আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম (আল্লামা আইনীর ব্যাখ্যা সমাপ্ত হল)।

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় প্রমাণ হয় যে মোক্তাদীর জন্য ইমামের

পেছনে ক্বেরাত করা যথাসূরা ফাতেহাই হোক বা অন্য কোন সুরা নিষিদ্ধ। যেমন আয়াত وَاِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا

থেকে প্রকাশ হয়। যে ইমাম যখন প্রকাশ্যে ক্বোরআন পাঠ করবে তো মোক্তাদী তা মনোযোগদিয়ে শোনবে আর যখন ইমাম গোপনীয় ভাবে ক্বেরাত করবে তো মোক্তাদী নীবর থাকবে।

একটি প্রশ্ন ঃ উক্ত আয়াতের হুকুম (অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং নীরব থাকা) তো শুধু প্রকাশ্যে ক্বেরাতের নামায সম্বন্ধে হতে পারে, কিন্তু গোপনীয় ক্বেরাতের নামায সম্বন্ধে তো হতে পারে না কারণ গোপনীয় ক্বেরাতে মোক্তাদীকে ইমামের ক্বেরাত শ্রবণের সুযোগই নেই। এবং আয়াতে 'আনসেতু' اَنْصِتُوْا (নীরব থাক) শব্দটি اِسْتَمِعُوْا 'ইসতামেয়ূ' মনোযোগভাবে শ্রবণ কর) শব্দের তাকীদের (গুরুত্ববোধনের) জন্য নিয়ে আসা হয়েছে। সুতরাং দুই শব্দ থেকে একই হুকুম বুঝা যাচ্ছে, যার অর্থ "মোক্তাদি ইমামের পশ্চাতে নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে।

উত্তরঃ উক্ত আয়াত শরীফকে শুধু জেহরী নামায (যাতে প্রকাশ্যে ক্বেরাত করা হয়) এর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার কোন কারণ নেই, এই জন্য যে فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا দুটা আলাদা আলাদা বাক্য, দ্বিতীয় বাক্য প্রথম বাক্যের তাকীদ (গুরুত্ববোধক) নয়। যেমন প্রশ্নাতে বলা হয়েছে। বরং দ্বিতীয় বাক্য اَنْصِتُوْا তানসীস (অর্থাৎ হুকুম প্রমাণিত) করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং প্রথম বাক্য থেকে আলাদা হুকুম এবং দ্বিতীয় বাক্য থেকে আলাদা হুকুম প্রমাণিত। আবার অসুলবিদদের (ধর্মীয় নীতি বিদদের) নিকট তানসীস তাকীদ থেকেও উত্তম। ফলে فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا আয়াতের মধ্যে মোক্তাদীর জন্য দুটো পৃথক পৃথক নির্দেশ রয়েছে।

১) ইসতিমতা, অর্থাৎ মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা এবং ২) 'ইনসাত' অর্থাৎ নীরব থাকা।

প্রথম হুকুম ইমামের ক্বেরাত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা যেটি জেহরী নামাযের (যাতে ক্বেরাত প্রকাশ্যে হবে) ক্ষেত্রে হবে। এবং দ্বিতীয় হুকুম ইনসাত (নীরব থাকা) সিররী নামাযের (যে নমাযে গোপনীয় ক্বেরাত হবে) ক্ষেত্রে হবে। আর এটাই হানাফী মত।

☞ "বেনায়া" গ্রন্থে আছে মোক্তাদী ইমামের পেছনে ক্বেরাত করবেনা। প্রকাশ্যে ক্বেরাতের নামায হোক বা গোপনীয় ক্বেরাতের এবং ইবনুল মোসাইয়া, উরওয়া বিন যুবায়র, সাঈদ বিন জোবায়র, যোহরী, ইমাম শোবী, ইমাম সৌরী, ইমাম নাখয়ী, আসওয়াদ, ইবনে আবি লাইলা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) সকলের এটাই অভিমত। এবং ইবনে ওহাব আশহাব, ইবনে আব্দুল হাকীম, ইবনে হাবীব, (রাহেমাহুমুল্লাহু) বলেছেন, নামাযে প্রকাশ্যে ক্বেরাত হোক বা গোপনীয় মোক্তাদী কখনও ক্বেরাত করবে না। (সেয়ায়া)।

উক্ত বিষয়ের প্রতি আপত্তি ও তার জবাব

আপত্তি নং- ১ وَاِذَاقُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْالَهُ وَاَنْصِتُوْا

অর্থ- যখন ক্বোরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর এবং নিশ্চুপ থাক।

উক্ত আয়াত দ্বারা জুমার খুতবাকে বুঝানো হয়েছে, নামাযাবস্থায় মোক্তাদির ক্ষেত্রে নয়। যেমন কতেক মোফাস্সির এ আয়াতের তাফসিরে বলেছেন, এজন্যই জুমার খুতবা চলাকালীন নিশ্চুপ থাকা ওয়াজিব।

উত্তরঃ এ ধারণা ভুল।এ পবিত্র আয়াত মক্কায় অবতির্ণ হয়েছে সূরা আ'রাফের একটি আয়াত। আর জুমার নামায এবং খুতবা মদিনা শরীফে হিজরতের পর শুরু হয়েছে। তাহলে এ আয়াতের উদ্দেশ্য খুতবা হবে কি ভাবে ?

দ্বিতীয়ঃ জোর জবরদস্তি করে যদিও মেনে নিই তবুও আয়াতের মধ্যে খুতবা নির্দিষ্ট করা হয়নি। শুধু মাত্র ক্বোরআন পাঠ করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য এ হুকুমটি সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। এতে আয়াতের ব্যাপকতা মেনে নেয়া হয়। এমনকি শানে নুযূলেও হুকুমকে কোন বিষয়ের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি।

তৃতীয়ঃ খুতবা চলাকালিন কোন লোকের সাথে কথাবার্তা বলা হারাম। অথচ খুতবা পুরোটাই ক্বোরআন নয়। বরং এতে পবিত্র ক্বোরআনের দু-একটি আয়াত পাঠ করে থাকে। তাহলে ইমামের পিছনে নিশ্চুপ থাকাটা কেন ওয়াজিব হবে না ? অথচ তখন শুধু ক্বোরআনই পাঠ করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় এরা খুতবার সময় চুপ থাকা ওয়াজিব বলছে, কিন্তু ইমামের পিছে নয়।

আপত্তি নং- ২, উপরে উল্লেখিত আয়াত দ্বারা মক্কায় মুশরিকদের সম্বোধন করা হয়েছে, যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম ক্বোরআন পাঠের সময় হৈ হুল্লোহ করত। আয়াতের উদ্দেশ্য হলো ক্বোরআন পাঠের সময় দুনিয়াবী কথাবার্তা বলে হৈ চৈ করো না। এজন্য সূরা ফাতেহা পড়া এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়।

উত্তরঃ এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল। আয়াতে শুধু মাত্র মুসলমানদেরই সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা কাফেরদের উপর ঈমান আনার পূর্ব পর্যন্ত কোন ইবাদত ওয়াজিব নয়। আর ক্বোরআন শ্রবণ করাটাও ইবাদত। এটা কাফেরদের উপর ঈমান আনা ছাড়া কিভাবে ওয়াজিব হবে?

দ্বিতীয়ঃ উক্ত আয়াতে করিমার শেষে রয়েছে لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ (অর্থাৎ) যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়)"। ক্বোরআন শোনার কারণ শুধুমাত্র মুসলমানদের উপরই রহমত, কোন কাফের ব্যক্তি ঈমান ছাড়া কোন নেক কাজ করলে রহমত পাওয়ার যোগ্য হবে না। আল্লাহ পাক বলেছেন।

وَمِنْهُمْ مَنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلٰى قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً

অর্থাৎঃ "কিন্তু কাফের আপনার দিকে কান লাগায়, আমি তাদের দিলের উপর পর্দা ঢেলে দিয়েছি।"

দেখুনঃ কাফেরদের কানে শোনার মধ্যে কোন উপকার নেই। আল্লাহ পাক আরো বলেন-

وَقَدِمْنَا اِلٰى مَاعَمِلُوْامِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

অর্থাৎ- আর ওরা যা কিছু আমল করেছে, আমি স্বেচ্ছায় তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করেছি।"

আর যদি কাফের পুরো ক্বোরআন মুখস্ত করে ফেলে এবং প্রতিদিন তেলাওয়াত করতে থাকে তবুও কোন নেকী পাওয়ার যোগ্য হবে না। যেমন ওযু ছাড়া নামায গ্রহণ হয় না। সেই রূপ ঈমান ছাড়া ইবাদতও গ্রহণযোগ্য হয় না।

তৃতীয়ঃ ক্বোরআন পাকে এরশাদ হয়েছে اَنْصِتُوْا (চুপ থাকো)। চুপ থাকার অর্থ হল কথা বলো না। কিছু পড়ো না। যদি সূরা ফাতেহা পড়তে থাকে তাহলে চুপ থাকা হলো কোথায়?

বাস্তব হচ্ছে, এ আয়তখানা না কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে আর না জুমার খুতবার ব্যাপারে । নামাযী দেরকে ইমামের পিছনে ক্বেরাত থেকে নিষেধ করার জন্যই অবতীর্ণ হয়েছে।

আপত্তিনং ৩- আপনাদের উদ্ধৃত হাদীস قِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ এবং اِذَاقُرِئَ এ ক্বেরাত শব্দ রয়েছে, যার অর্থ পড়া। তো ঐ হাদীসগুলোর উদ্দেশ্য এই যে যখন ইমাম তেলাওয়াত করবে, তখন তোমরা চুপ থাকো। তা ক্বোরআন পড়া থেকে হোক বা অন্য কিছু পড়া থেকে। তাহলে ইমামের পিছে সুবহানাল্লাহ, আত্তাহিয়্যাতু দুরূদ ইত্যাদি কিছুই পড়া যাবে না। কেননা ইমাম তা পড়ছে।

উত্তরঃ নামাযের প্রসঙ্গে যখন ক্বেরাত শব্দ বলা হবে তখন তার উদ্দেশ্য তেলাওয়াতে ক্বোরআনই হবে।

আমরা বলি- নামাযের সাতটি ফরয, তাকবীরে তাহরীমা, দাঁড়ানো, ক্বেরাত, রুকূ, সাজদাহ, আত্তাহিয়্যাতু এ বসা এবং সালামের সহিত নামায থেকে বের হওয়া। এখানে দাঁড়ানোর অর্থ নাচতে দাঁড়ানো আর ক্বেরাতের অর্থ উপন্যাস পড়া নয়। একটু বুঝে শুনে কথা বার্তা বলুন মিঞা।

সুতরাং উক্ত হাদীসগুলোতে শুধু ক্বোরআন তেলাওয়াতের সময় নীরব থাকতে বলা হয়েছে অন্য সময় নয়।

নামাযে সাধারণতঃ ক্বোরআন পাঠ ফরয

হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন, "ক্বোরআন পাঠ ছাড়া নামায সুদ্ধ হয়না"। (মুসলিম শরীফ)।

বস্তুতঃ উক্ত হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, নামাযে সাধারণত ক্বোরআন পাঠ ফরয। সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয নয়। বরং ক্বোরআনপাক থেকে যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করলেই নামাযে ক্বোরআন পাঠ যে ফরয তা আদায় হয়ে যাবে। আর এটাই হানাফী অভিমত। এবং উক্ত মতটাকে দৃঢ় করে এই আয়াত

فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ তোমাদেরকে (নামাযে) ক্বোরআনের মধ্যে যেটা সহজ হয় পাঠ করে নাও। (উমদাতুর রেয়ায়া- ফাতহুল ক্বাদীর)

২) হাদীসঃ হযরত আবু উসমান নাহদী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন। মদীনায় গিয়ে এই সংবাদ দিয়ে দাও।

لَاصَلٰوةَ اِلَّا بِقُرْاٰنٍ وَلَوْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَازَادَ

অর্থাৎ- ক্বোরআন পাঠ ব্যতীত নামায বিশুদ্ধ হয় না। যদিও সূরা ফাতেহাই পাঠ করা হয়, কিংবা সূরা ফাতেহার সহিত ক্বোরআন পাকের কোন আয়াত বা সূরা পাঠ করা হয়। (আবু দাউদ শরীফ)

☞অত্র হাদীসের সমস্ত রাবী দৃঢ় ও সুবিখ্যাত, যেমন হাকিম "মুসতাদরাক" -এ তাঁদের দৃঢ়তা বর্ণনা করেছেন। এবং ইবনে হেব্বান ও ইবনে শাহীন নিজ নিজ "ষেক্বাত" -এ তাঁদের বর্ণনা করেছেন।

বস্তুতঃ উক্ত হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয নয়। কারণ হাদীসে (وَلَوْ) (যদিও) শব্দটি যে ব্যবহার করা হয়েছে তা থেকে নামাযে নির্দিষ্ট ভাবে সূরা ফাতেহা পাঠ করাই তো প্রমাণ হয় না, ফরয হওয়া তো দূরের কথা। বরং (وَلَوْ) শব্দটি থেকে প্রমাণ হয় যে, সাধারণতঃ ক্বোরআনের ক্বেরাত (পাঠ) ফরয। ক্বোরআনের কোন নির্দিষ্ট অংশ ফরয নয়। অতএব ক্বোরআনের মধ্য থেকে যে কোন সূরা বা আয়াত পাঠ করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে, যদিও সূরা ফাতেহা হোক বা অন্য কোন সূরা। এই জন্যই হযরত ইমাম আবু হানীফার নিকট (রাহেমাহুল্লাহু তা-আলা) নামাযে সূরা ফাতেহার ক্বেরাত ফরয নয়, তা ওয়াজিব।
তবে কিছু সংখক ইমামদের নিকট নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয। এবং তারা প্রমাণ হিসাবে যে হাদীসসমূহ পেশ করেন তার একটি হাদীস-

عَنْ عُبَادَةَبْنِ الصَّامِتِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (ابن مَاجه شريف)

অর্থাৎ- রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেন, সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায সম্পূন্ন হয়না।

সুতরাং এই হাদীস দ্বারা প্রমাণ করেন যে সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হবেনা তাই তা ফরয।

কিন্তু উক্ত হাদীসের অর্থ এটা নয় যে নামাযে সূরা ফাতেহা না পাঠ করলে নামাযই হবে না। বরং তার অর্থ এটা যে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ না করলে নামায পরিপূর্ণ হবেনা। এখানে নামায না হওয়ার অস্বীকৃতি দেওয়া হয়নি, নামাযের উত্তমতার অস্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। অতএব নমাযে যদি সূরা ফাতেহা পাঠ না করা হয় তবে নামায পরিপূর্ণ আকারে আদায় হবে না, অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কেননা নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব (অপরিহার্য)।

যেমন- لَا صَلٰوةَ لِجَارِالْمَسْجِدِ اِلَّافِى الْمَسْجِدِ

অর্থাৎ- মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদ ছাড়া হবেনা। কিন্তু সমস্ত ইমামসম্প্রদায় একমত যে, মসজিদের প্রতিবেশীর নামায বাড়িতে হয়ে যাবে তবে সে নামায অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, সম্পূর্ণ ও সমুন্নত ভাবে আদায় হবে না।

অতএব যে রূপ "মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদ ছাড়া হবেনা" এর অর্থ হল "মসজিদের প্রতিবেশীর নামায বাড়িতে আদায় করলে সম্পূর্ণ ও সমুন্নত ভাবে আদায় হবেনা, অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। অনুরূপ "সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হবে না" তার অর্থ হল নামায সম্পূর্ণ ও সমুন্নত হবে না, এই জন্যই যে তা ওয়াজিব অতএব -(لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ অর্থাৎ সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হাবে না) থেকে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয প্রমাণ করা সঠিক নয়।

২) হাদীসঃ- হযরত যিয়াদ বিন আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন।

لَا تَجْزِئُ صَلٰوةٌ لَايَقْرَءُ الرَّجُلُ فِيْهَابِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করলোনা তার নামায জায়েয নয়। অতএব এই হাদীস থেকেও তাঁরা প্রমাণ করেন যে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয। হযরত যিয়াদ বিন আইয়ুব এর এই হাদীসটি শায (দূর্বল) রয়েছে। "নেক্বায়া" গ্রন্থে লেখেছেন, এই হাদীসে যে, لَا تَجْزِئُ শব্দটি এসেছে তা শুধু যিয়াদ বিন আইয়ুবই বলেছেন তা ছাড়া অন্য কেউ বলেননি।

কারণ, যিয়াদ বিন আইয়ুবের সনদ "হযরত" উবাদা বিন সামিত" রাদিয়াল্লাহু আনহু পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে। আর হযরত উবাদা বিন সামিত থেকে এক জামাত লোকও এই হাদীসটি বর্ণনা করেছে, যার শব্দ সকলেরই মতে শুধু এটাই - لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءْ অর্থাৎ ক্বোরআন পাঠ ছাড়া নামায শুদ্ধ হয়না। অতঃপর এ হাদীস থেকে তো সাধারণতঃ ক্বোরআনের ক্বেরাত ফরয প্রমাণিত হচ্ছে। যা হানাফী মত।

অতএব বুঝা যায় যে হযরত যিয়াদ বিন আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস, হাদীস 'বিলমানা', হাদীস বিল 'আলফায' নয়। অর্থাৎ তিনি হযরত উবাদা বিন সামিত থেকে শুনে তার ভাবটাকে নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যার কারণে তার শব্দ তাদের (এক জমাত লোক যে বর্ণনা করেছে) থেকে আলাদা। এই জন্যই হযরত যিয়াদ বিন আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস দূর্বল। আর এই সাধারণতঃ অধিকাংশ লোকের অপেক্ষায় একজন লোকের গুরুত্ব কম। অতএব শায (দূর্বল) হাদীস থেকে সূরা ফাতেহার ক্বেরাতের ফরয করা শুদ্ধ হবেনা।

বস্তুতঃ নামাযে যদি সূরা ফাতেহার ক্বেরাত (পাঠ) ফরয করে দেওয়া হয় তবে ক্বোরআনের প্রতি আমল হবে না। কারণ ক্বোরআন বলছে।

فَاقْرَءُوْامَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرْاٰنِ

অর্থাৎ- ক্বোরআনের মধ্যে যা তোমাদের সহজ হয় পাঠ করে নাও। আর হাদীস বলছে।

لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎঃ সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হবে না।

সুতরাং- যদি হাদীসের প্রতি আমল করা হয় তো ক্বোরআনের প্রতি আমল হবে না আর যদি ক্বোরআনের প্রতি আমল করা যায় তবে হাদীসের প্রতি আমল হবে না।

তাই ইমামে আযম আবুহানীফা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাতবীক্ব (অনুরূপতা) দান করেছেন, যে নামাযে সাধারণতঃ ক্বোর-আনের ক্বেরাত ফরয তা সূরা ফাতেহাই হোক বা অন্য কোন সূরা। এতে ক্বোরআনের প্রতি আমল হবে। এবং সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব, যাতে হাদীসের প্রতিও আমল হল আর যদি শুধু হাদীসের দিক দেখে সূরা ফাতেহা নামাযে পাঠ করা ফরয করে দেওয়া হয় তবে ক্বোরআনের নির্দেশকে অবজ্ঞা করা হবে আর তা জায়েয নয়।

নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব

১) হাদীসঃ হযরত শোয়েব রাদিয়াল্লাহু আনহু আপন পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন।

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَءُ فِيْهَابِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ فَهِيَ خِدَاجٌ

অর্থাৎঃ যদি কোন নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ না করা হয় তো সে অপূর্ণ হবে,অপূর্ণ হবে। (সেহাহে সিত্তা, ইমাম মালিক দারে কুতনী, বাইহাকী)

২) হাদীসঃ হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামকে বলতে শুনেছি।

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَءُ فِيْهَابِاُمِّ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ

অর্থাৎ- যে কোন নামাযে যদি সূরা ফাতেহা না পাঠ করা হয় তো সে (নামায) অর্পূণ হবে। (ইবনে মাজা শরীফ ৬১ পৃষ্ঠা)।

বস্তুতঃ প্রকাশ থাকে যে, নামাযে কিছু জিনিস ফরয এবং কিছু ওয়াজিব রয়েছে। আর ফরয এবং ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নামাযে যে সব জিনিস ফরয তার মধ্যে কোন জিনিস যদি জেনেবুঝে বা অজান্তে ছুটে যায় তবে নামায হবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত পুনরায় না আদায় করবে। এই জন্য যে ফরয আদায় করা ছাড়া নামায পূর্ণ হয় না।

কিন্তু যে সব জিনিস নামাযে ওয়াজিব রয়েছে তার মধ্যে যদি কোন জিনিস অনিচ্ছায় ছুটে যায় তবে নামায বাতিল (নষ্ট) হয়ে যায় না অপূর্ণ হয়ে থাকে। যদি কোন ওয়াজিব ভুলবশত ছুটে যায় তবে তার বিনিময়ে সাজদায়ে সাহু করলে নামায হয়ে যাবে। আর যদি জেনে বুঝে কোন ওয়াজিব ছেড়ে থাকে তবে সেই নামাযকে পুনরায় আদায় করতে হবে।

সুতরাং ফরয ও ওয়াজিব এই পার্থক্যকে সামনে রেখে উপরোক্ত উভয় হাদীসে এবং যে হাদীসগুলি আগে আসছে একটু বিবেচনা করে দেখলে নিশ্চয় বুঝতে পারবে যে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয নয়। উপরোক্ত হাদীস থেকে এটাই প্রমাণিত হয়। কেননা হাদীসে خِدَاجٌ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ হল, ''অপূর্ণ''। যদি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয হত তো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সেই নামাযের ক্ষেত্রে যাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হল না তার সম্পর্কে فَهِيَ بَاطِلٌ সে নামায বাতেল বিনষ্ট বলতেন, কারণ নামাযে যদি কোন ফরয ছুটে যায় তো সে নামায বাতেল নষ্ট হয়ে যায়। فَهِيَ خِدَاجٌ সে অপূর্ণ বলতেন না। সুতরাং উপরের আলোচনায় বুঝা যায় যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম সেই নামায সম্পর্কে যাতে সূরা ফাতেহার ক্বেরাত (পাঠ) না করা হয় তার সম্পর্কে বললেন তা অপূর্ণ এবং এটা বলেননি যে তা বাতেল (বিনষ্ট)। অতএব বুঝা গেল যে নামাযে সূরা ফাতেহার ক্বেরাত (পাঠ) ওয়াজিব, ফরয নয়, ফরয হলে অবশ্যই বলতেন যে তা বাতেল (বিনষ্ট) কিন্তু এখানে অপূর্ণ বললেন।

একটি ভুল ধারণা ঃ

কিছু লোক ভুল বুঝে বলে থাকে যে হানাফীদের নিকট নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ছাড়াও নামায হয়ে যায়।

কিন্তু এটা সম্পূর্ণই ভুল কথা, হানাফী সমাজ কখনও এই কথা বলেন না যে সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয়ে যাবে।

হানাফী সমাজ তো প্রস্কারের অধিকার, কারণ তারা সেটাই বলেছেন যা হাদীস বলতে চায়। হাদীস শরীফে যে خِدَاجٌ (অপূর্ণ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ হল "অপূর্ণ" অতএব যে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হবে না সেই নামায অপূর্ণ থেকে যাবে, আর তার অপূর্ণতা দূর করার জন্য যদি ভুলবশত সূরা ফাতেহা ছুটে যায় তো সাজদায়ে সাহু করবে। আর যদি জেনে বুঝে নামাযে সূরা ফাহেতা ছেড়ে দেয় তো পুনরায় সেই নামায আদায় করবে। আর এটাই হানাফী মত।

কিন্তু যে ব্যক্তিরা خِدَاجٌ শব্দর অর্থ "বিনষ্ট" করে আর সেই নামাযের ক্ষেত্রে যাতে সূরা ফাতেহার পাঠ হয় না, বিনষ্ট হওয়ার হুকুম লাগায়। তারাই হাদীস শরীফের উদ্দেশ্যকে বুঝতে ভুল করেছে।

কারণ "বাতেল" এবং "অপূর্ণ" এর মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য রয়েছে। "বাতেল" এর অর্থ হল "শূন্য" যার কোন অস্তিত্বই নেই আর "অপূর্ণ" সেই জিনিসকে বলা হয় যার অস্তিত্ব ও বর্তমান আছে কিন্তু তার মধ্যে কিছু অপূর্ণতা রয়েছে।

যার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলেছেন, সেই নমাযের ক্ষেত্রে যাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হল না। فَهِيَ خِدَاجٌ (সেই নামায অপূর্ণ) অর্থাৎ নামায তো হবে কিন্তু তা পূর্ণতার সহিত নয়, তার মধ্যে কিছু কোমি থেকে যাবে। যাকে দূর করার জন্য সাজদায়ে সাহু বা তাকে পুনরায় আদায় করা জরুরী। অতএব হানাফীদের সম্পর্কে এ কথা বলা যে, "নামাযে সূরাফাতেহা পাঠ করা ছাড়াও হানাফীদের নিকটে নামায শুদ্ধ হয়ে যায়" একবারই ভুল। আল্লাহু যেন তাদেরকে বোধশক্তি প্রদান করেন।

নামাযে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব

১) হাদীসঃ

عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نَقْرَءَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ

অর্থঃ হযর আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, নামাযে সূরা ফাতেহা এবং ক্বোরআনের মধ্যে যা সহজ হয় পাঠ করার। (আবু দাউদ শরীফ, বাইহাক্বী, সাহীহুল বিহারী)।

২) হাদীসঃ عَنْ اَبِیْ سَعِیْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ

لَمْ يَقْرَءْ فِیْ كُلِّ رَكْعَةٍ اَلْحَمْدُوَسُوْرَةً فِیْ فَرِيْضَةٍ اَوْغَيْرِهَا

অর্থঃ হযরত আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন। যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সূরা পাঠ করবে না, তার নামায পূর্ণ হবে না। সেটি ফরয নামায হোক বা অন্য কোন নামায। (ইবনে মাজা শরীফ, তিরমিযী শরীফ সাহীহুল বিহারী)।

৩) হাদীসঃ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ﷺ يَقُوْلُ لَا تَجْزِیْ

صَلَاةٌ لَا يُقْرَءُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاٰيَتَيْنِ فَصَاعِدًا

অর্থঃ হযরত ইমরান বিন হোস্বাইন বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম কে বলতে শুনেছি। যে নামাযে সূরা ফাতেহা এবং দু'আয়াত বা দু' আয়াত চাইতে বেশী পাঠ করা হবে না, সে নামায সঠিক নয়। (সাহীহুলবিহারী)।

৪) হাদীসঃ

عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ الصِّدِّيْقَةِ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَاقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَءُ فِيْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَاٰيَتَيْنِ فَهِیَ خِدَاجٌ

অর্থঃ হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন। যে কোন নামাযে সূরা ফাতেহা এবং দু'আয়াত পাঠ না করা যায়। সে নামায অপূর্ণ থেকে যায়। (ইবনে আদী ইবনে আসাকির সাহীহুল বিহারী ৩৬৭ পৃষ্ঠা)।

বস্তুতঃ প্রকাশ থাকে যে নামাযে * সাধারণত ক্বেরাত * সূরা ফাতেহার ক্বেরাত * সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলানো বা মিলিত সূরার তিন আয়াত বা তিন আয়াতের উর্দ্ধে পাঠ করা, সম্পর্কে যে ক্বোরআন ও হাদীসসমূহ বর্ণিত হয়েছে, সকলের মধ্যে এমন ভাবে রুপায়ন করেছেন, যাতে ক্বোরআন ও সমস্ত হাদীসের প্রতি আমল হয়ে যাচ্ছে।
আর সেটা হল নামাযে সাধারণত ক্বেরাত ফরয। ক্বোরআনের প্রতি আমল হল। নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব। এবং সূরা ফাতেহার সহিত অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। যাতে হাদীসের প্রতি আমল হল।

৫) হাদীসঃ

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِیُّ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يُقْرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا قَالَ سُفْيَانُ لِمَنْ يُصَلِّیُ وَحْدَهُ

رُواه البخاری ومسلم والترمذی والنسائی وابن ماجه وابوداؤد واللفظ له (صحیح البهاری ص ٣٦٣)

অর্থঃ হযরত উবাদা বিন সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন। যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা

এবং ক্বোরআনের আরও কিছু অংশ পাঠ করবে না তার নামায পরিপূর্ণ হবে না। হযরত সুফয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এ হুকুম সেই ব্যক্তির জন্য যে একাই নামায পড়বে। (সেহাহে সিত্তা- সাহীহুল বিহারী ৩৬৩ পৃষ্ঠা)।

☛ উক্ত হাদীস শরীফ থেকেও বুঝা গেল যে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। এ ছাড়া আরও অধিকাংশ হাদীস এই সম্পর্কে রয়েছে দেখার ইচ্ছা হলে হযরত মালেকুল ওলামা হযরত যাফরুদ্দিন বিহারী আলাইহির রাহমাতু অররিদওয়াণ এর "সাহীহুল বিহারী" গ্রন্থটি পড়ুন।

নামাযে সাধারণত ক্বেরাত ফরয হওয়ার প্রমাণ

আল্লাহ পাক পবিত্র ক্বোরআনে বলেন, **فَاقْرَؤُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ**
তোমরা (নামাযে) ক্বোরআনের মধ্যে যা সহজ হয় পাঠ করেনাও।

☛ উক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেন, ক্বোরআনের মধ্যে আমাদের কে যেটা সহজ হবে পাঠ করেনিতে হবে। এই হুকুমটি সাধারণ হুকুম, ক্বোরআনের মধ্যে কোন অংশ কে নির্বাচিত ও নির্ধারিত করা হয় নি, যে ওমক অংশটি পাঠ করতেই হবে। যেমন মুসলিম শরীফে আছে।

عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِقُرْاٰنٍ

অর্থঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন, ক্বোরআন পাঠ ব্যাতিত নামায শুদ্ধ হয় না। (মুসলিম)।
সুতরাং উক্ত হাদীস শরীফ থেকেও প্রমাণ হয় যে নামাযে সাধারণত ক্বেরাত ফরয। কোন সূরা বা আয়াত নির্দিষ্ট নেই। কিন্তু কিছু সম্প্রদায় নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয বলেন। আর দলীল দেয়।

যে , যখন কোন মসলায় দুই প্রকার হুকুম প্রকাশ হয় তার মধ্যে ১) সাধারণ হুকুম ২) নির্দিষ্ট হুকুম। ওসুলবিদদের (অর্থাৎ ধর্ম শাস্ত্রের নীতি নির্ধারকদের) গ্রামার অনুসারে "মোতলাক হুকুম (সাধারণ হুকুম) থেকে মোক্বাইয়াদ হুকুম (নির্দিষ্ট হুকুম) উদ্দেশ্য করা হয়, আর মোতলাক হুকুম (সাধারণ হুকুম) কে মোতলাক (সাধারণ) রাখা যায় না।

যেমন নামাযে ক্বেরাতের দুই প্রকার হুকুম রয়েছে। ১) মোতলাক (সাধারণ) হুকুম فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ (অর্থাৎ) নমাযে তোমাদেরকে ক্বোরআনের মধ্যে যা সহজ হয় পাঠ করে নাও)- থেকে প্রমাণ হয়। যে নামাযে সাধারণ ক্বেরাত ফরয। ২) দ্বিতীয় হুকুম لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (অর্থাৎ) সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায সম্পূর্ণ হয় না) অতএব যারা নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয বলেন তাঁরা এই রূপ দলীল পেশ করেন, যে فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এই আয়াতে ক্বোরআন পাঠ করার সাধারণ হুকুম রয়েছে কিন্তু তা থেকে উদ্দেশ্য সেই হাদীস لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ এর নির্দিষ্ট হুকুমই রয়েছে। সুতরাং এখানে আলাদা আলাদা দুইটা হুকুম নেই। এটা একটাই হুকুম কোথাও কোথাও সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে আর কোথাও নির্দিষ্ট ভাবে বলা হয়েছে। এই জন্য তাঁদের নিকটে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হাদীসও ক্বোরআন উভয় থেকেই ফরয প্রমাণিত হয়।

হানাফী সমাজ তার উত্তরে বলেন, মোতলাক (সাধারণ) হুকুম এবং মোকাইয়াদ (নির্দিষ্ট) হুকুম থেকে একই বস্তু সেই সময় উদ্দেশ্য করা যেতে পারে যখন উভয় বস্তুর মূল বস্তু ক্ষমতায় সমান হবে। আর এখানে তা নেই কারণ মোতলাক (সাধারণ) ক্বেরাত তো ক্বোরআন পাক থেকে প্রমাণ কিন্তু সূরা ফাতেহার ক্বেরাত খাবরে ওয়াহীদ (হাদীস) থেকে প্রমাণিত যদি আয়াত এবং হাদীস উভয় থেকে একটাই হুকুম করা যায় তো ক্বোরআনের মোতলাক হুকুমের প্রতি খাবরে ওয়াহীদ

(হাদীস) দ্বারা প্রাধান্যতা করা হবে। আর ক্বোরআনের প্রতি খাবরে ওয়াহীদ (হাদীস) কে প্রাধান্য দেওয়া জায়েয নয়। অতএব এখানে মোতলাক এবং মোকাইয়াদ উভয় থেকে একটাই হুকুম উদ্দেশ্য নেয়া চলবে না। এই কারণেই হানাফী সমাজ ক্বোরআন পাকের মোতলাক হুকুম অনুজায়ী নামাযে মোতলাক (সাধারণ) ক্বেরাত ফরয করেছেন এবং মোকাইয়াদ (নির্দিষ্ট) হুকুম (অর্থাৎ সূরা ফাতেহার ক্বেরাত খাবরে ওয়াহীদ (হাদীস) থেকে প্রমাণ হওয়ার কারণে নামাযে সূরা ফাতেহার ক্বেরাত ওয়াজিব করেছেন। সুতরাং ক্বোরআন হাদীস উভয়ের প্রতি আমল হল।

উপরোক্ত ব্যাখ্যাকে মান্যতা না দিয়ে ক্বোরআন ও হাদীসের মোতলাক ও মোকাইয়াদ হুকুমকে এক করে দিয়ে যদি নমাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয করা হয় তবে নামাযে শুধু সূরা ফাতেহাই পাঠ করা ফরয কেন হবে তার সাথে অন্য সূরা মিলানোও ফরয হবে। কেননা যেই হাদীস থেকে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয প্রমাণ করেন সেই হাদীসে মিলিত সূরার কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু সূরা ফাতেহা পাঠ করা তো ফরয বলেন আর অন্য সূরা মিলানো আবার সুন্নাত বলেন ?

কিন্তু হানাফী সমাজ মোতলাক ও মোকাইয়াদ উভয়কে আলাদা আলাদা দুটি হুকুম করেদিয়ে নামাযে মোতলাক (সাধারণ) ক্বেরাত ফরয করেছেন ক্বোরআনের প্রতি আমল করে। আর সূরা ফাতেহার ক্বেরাত (পাঠ) হাদীসের প্রতি আমল করতঃ ওয়াজিব করেছেন। আর এই মতই সূরা ফাতেহার সাথে অন্য সূরা বা দুই তিন আয়াত বা তার চাইতে কিছু বেশী তেলাওয়াত করাও ওয়াজিব বলেছেন।

সুতরাং উপরোক্ত ব্যাখ্যা থেকে প্রমাণ হল যে হাদীস لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (অর্থাৎ সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হয় না) খাবরে ওয়াহীদ (হাদীস) فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ এই জন্য ক্ষমতায় ক্বোরআনের আয়াত

অর্থাৎ ক্বোরআনের মধ্যে যা তোমাদেরকে সহজ হয় পাঠ করেনাও) এর সমান হতে পারে না। যার জন্য আয়াতের সাধারণ হুকুমকে হাদীস পাকের হুকুমের সাথে মিলিয়ে নির্দিষ্ট হুকুম প্রমাণ করা শুদ্ধ হতে পারে না।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ঃ

যদি কেউ বলে যে لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটি খাবরে ওয়াহীদ নয়, সেতো খাবরে মাশহুর (বিখ্যাত হাদীস)। আর খাবরে মাশহুর দ্বারা ক্বোরআন পাকের প্রতি প্রাধান্য প্রদান করা জায়েয)। সুতরাং ক্বোরআনের আয়াত فَاقْرَؤُامَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرْاٰنِ এর সাধারণ হুকুমকে খাবরে মাশহুর (হাদীসের) নির্দিষ্ট হুকুমে পরিণত করা যেতে পারে। যার জন্য নমাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয।

উক্ত প্রশ্নের দুইটি উত্তর রয়েছে- ১) لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটি খাবরে মাশহুর (বিখ্যাত হাদীস) নয়। কারণ এই হাদীস সম্বন্ধে তাবেঈদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে, যে এই হাদীসটি খাবরে মাশহুর না খাবরে ওয়াহীদ। অতএব সমস্ত তাবেঈগণ উক্ত হাদীসটি কে খাবরে মাশহুর মেনে নিতে পারেননি। আর খাবরে মাশহুর বলা হয় সেই হাদীসকে যাকে সমস্ত তাবেয়ী খাবরে মাশহুর গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই হাদীসটি খাবরে মাশহুর হতে পারে না। আর যখন খাবরে মাশহুর হতে পারে না তো সেই হাদীস দ্বারা ক্বোরআন পাকের সাধারণ হুকুমকে নির্দিষ্ট হুকুমে পরিণত করাও যেতে পারে না। হ্যাঁ যদি খাবরে মাশহুর হত তো ক্বোরআন পাকের সাধারণ হুকুমকে খাবরে মাশহুর (হাদীসের) নির্দিষ্ট হুকুম দ্বারা পরিবর্তন করা যেত। এই জন্য উক্ত হাদীস শরীফ থেকে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয প্রমাণ করা যেতে পারে না।

২) لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটিকে যদি খাবরে মাশহুরই মেনে নেওয়া হয়, তবুও فَاقْرَؤُامَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرْاٰنِ আয়াতটির সাধারণ হুকুমকে উক্ত হাদীস দ্বারা মোকাইয়াদ (নির্দিষ্ট) করা যেতে পারে না। কারণ খাবরে মাশহুর দ্বারা ক্বোরআনের আয়াতের মোতলাক (সাধারণ) হুকুমকে সেই সময় পরিবর্তন করা যেতে পারে যখন খাবরে মাশহুর মোহকাম হবে অর্থাৎ যখন তা থেকে একটাই অর্থ বুঝা যাবে আর দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনাও যেন না থাকে। আর এখানে সেটা নেই কারণ لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটিতে দুটি অর্থের সম্ভব রয়েছে। প্রথম অর্থ সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায শুদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় অর্থ- সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায পরিপূর্ণ হয় না। (তাতে কিছু কোমী থেকে যায়)।

দ্বিতীয় অর্থের উদাহরণ হাদীস لَا صَلٰوةَ لِجَارِالْمَسْجِدِ اِلَّافِى الْمَسْجِدِ অর্থাৎঃ মসজিদের প্রতিবেশীর নামায মসজিদ ছাড়া শুদ্ধ হয় না। কিন্তু এই হাদীস থেকে এই অর্থ কেহই উদ্দেশ্য করেননি। সবাই এটাই অর্থ নিয়েছেন ও অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, মসজিদের প্রতিবেশীর নামায বাড়িতে হবে তবে অপূর্ণ। (অর্থাৎ তাতে কিছু কোমী থাকবে)।

সুতরাং বুঝা গেল যে لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটি দুইটি অর্থের অন্তরভুক্ত । আর যে মাশহুর হাদীস দুপ্রকার অর্থের অন্তরভুক্ত হবে সে হাদীস কোন আয়াতের মোতলাক (সাধারণ) হুকুমকে মোকাইয়াদ (নির্দিষ্ট) হুকুমে পরিণত করতে পারে না।

অতএব প্রমাণ হল যে لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ হাদীসটির দ্বারা فَاقْرَؤُامَاتَيَسَّرَمِنَ الْقُرْاٰنِ আয়াতটির মোতলাক হুকুমকে পরিণত করে নামাযে সূরা ফাতেহা ক্বেরাত (পাঠ) ফরয করে দেয়া শুদ্ধ নয় বরঞ্চ আয়াত অনুযায়ী নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা এবং অন্য সূরা মিলানো বা মিলিত সূরার বা তিন থেকে বেশী আয়াত পাঠ করা ওয়াজিব , আর এটাই হানাফীদের অভিমত। (উমদাতুল ক্বারী-মিরকাত)

ফরয নামাযে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা মিলানোর বর্ণনা

১) হাদীসঃ

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَقْرَءُ فِىْ الرَّكْعَتَيْنِ الْاَوَّلَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَفِى الْاٰخِرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (رواه ابن شيبه)

অর্থঃ হযরত আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম (চার রাকাত ফরয নামাযে) প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা পাঠ করতেন। আর শেষের দুই রাকাত শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন। (এই হাদীসটি কে ইবনে আবী শায়বাও বর্ণনা করেছেন) (সাহীহুল বিহারী)।

২) হাদীসঃ হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম (চার রাকাত ফরয নামাযে) প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহার সাথে অন্য কোন সূরা মিলিয়ে নিতেন, আর শেষের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করতেন। হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমাদের যুগে প্রচার ছিল যে, নামাযে সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য সূরা মিলানো ছাড়া নামায জায়েয হয় না। (বাইহাক্বী শরীফ)।

বস্তুতঃ উক্ত হাদীস শরীফে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, যে, সেই যুগে প্রচলন ছিল যে নামাযে সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য সূরা মিলানো ছাড়া নামায জায়েয হয় না। অতঃপর প্রমাণ হল যে প্রত্যেক নামাযে সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য সূরা মিলানো ওয়াজিব। সে নামায বেতর হোক বা সুন্নাত বা নফল। এই সকল প্রকার নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা মিলানো জরুরী।

কিন্তু জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, ফরযের চার রাকাত নামাযে বা তিন রাকাত নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সুরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য একটি সুরা মিলানো, উভয় (পাঠ করা) অনিবার্য। আর শেষের দুই রাকাত বা এক রাকাত নামাযে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করেনিলেই যথেষ্ট।

উক্ত হাদীস থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, সূরা ফাতেহা এবং অন্য মিলিত সূরা পাঠ করার জন্য ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতকেই নির্ধারিত করে নেওয়া ওয়াজিব। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি সূরা ফাতেহা এবং মিলিত সূরা বা উভয়ের মধ্যে কোন একটাকে ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে পাঠ করতে ভুলে যায়। আর শেষের দুই রাকাতে পাঠ করেনেয় তা হলে তাকে সাজদায়ে সাহু করতে হবে, কারণ প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং তার সঙ্গে অন্য একটি সূরা মিলানো ওয়াজিব ছিল সে তা ভুলবশত ছেড়েদিয়েছে। আর যে কোন ওয়াজিব যদি ভুলবশত ছুটে যায় তবে তার জন্য সাজদায়ে সাহু জরুরী।

☞হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপরে বর্ণিত হাদীসটিকে হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মুক্বসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকাতে সূরা ফাতেহা এবং সাথে অন্য সূরা মিলানো আর শেষের দুই রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পাঠ করা সুন্নাত। (অর্থাৎ ফরয নয়)।

বস্তুতঃ হযরত উবাইদুল্লাহ ইবনে মুক্বসিম রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস শরীফ থেকে দুইটি জিনিস প্রমাণ হয়। **১) প্রথমঃ** নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা রুকুন অর্থাৎ ফরয নয়।

কারণ উপরোক্ত হাদীস শরীফে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করাকে সুন্নাত করেদিয়েছেন, ফরয বলেননি। আর কোন সাহাবীর কোন জিনিসকে সুন্নাত করে দেয়া দৃঢ় দলীল যে সেই জিনিস ফরয হতে পারে না।

এখানে এই কথা প্রকাশ থাকে যে নামাযে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা পাঠ করা সুন্নাত বলা হয়েছে তার জন্য এটা জরুরী নয় যে তা ওয়াজিবও নয়। তা এই জন্য যে, সাহাবায়ে কেরামের যুগে সাধারণত দুইটিই পরিভাষা প্রচলিত ছিল (১) ফরয (২) সুন্নাত, আর ফরয ছাড়া সমস্ত পরিভাষা সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ওয়াজিব, সুন্নাতে মোয়াক্কাদাহ, গাইর মোয়াক্কাদাহ হোক বা নফল এক কথাই এই সমস্ত পরিভাষার প্রতি শুধু সুন্নাতই ব্যবহার হত। অতএব হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূরা ফাতেহা এবং তার সাথে অন্য সূরা মিলানো কে সুন্নাত বলার অর্থ এটাই যে তা ফরয নয়।

২) দ্বিতীয়ঃ হযরত উবাইদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস থেকেই প্রমাণ হয় যে, যেমত নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ওয়াজিব সেইরুপ তার সাথে কোন অন্য সূরা মিলানোও ওয়াজিব। এই জন্য যে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা মিলানোর বর্ণনা একই রূপে করেছেন।

☞ হযরত উবাদাহ বিন সামিত এবং হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুমার হাদীস থেকে প্রমাণ হয়েগেল যে , নামাযে সূরা ফাতেহা এবং অন্য সূরা মিলানো জরুরী। আর উভয় পাঠ করা ছাড়া নামায জায়েয নয়। এর ব্যাখ্যায় হযরত সুফয়ান বিন উয়ায়না রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, যে উপরোক্ত হাদীসগুলির হুকুম সেই ব্যক্তির জন্য যে একাই নামায পড়বে (মোক্তাদীদের জন্য এই হুকুম নয়, কারণ মোক্তাদীকে নিশ্চুপ থাকতে হবে)।

হযরত সুফয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই কথাটি কে আবুদাউদ শরীফে লিখেছেন। আরও প্রকাশ থাকে যে উপরোক্ত হাদিস গুলির ব্যাখ্যা যেই রূপ আবু দাউদ শরীফে হযরত সুফয়ান বিন উয়ায়নার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে সেই রূপ তিরমিযী শরীফেও হাদীস

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

এর সম্পর্কে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কথা লিখেছেন যে "তিনি বলেছেন" **لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ** (অর্থাৎ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করল না তার নামায সম্পূর্ণ হল না)। এই হাদীসটি একাই নামায পড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে। (মোক্তাদীর জন্য নয় কারণ মোক্তাদীকে তো নীরব থাকতে হবে)।

তিরমিযী শরীফে আরও লিখেছেন যে, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল এই হুকুমকে নির্দিষ্ট করাতে (অর্থাৎ একাই নামায পড়ার ক্ষেত্রে) হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর এই

مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَءْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

(অর্থাৎ- যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করল না তার নামায হল না। কিন্তু এই হুকুম সেই ব্যক্তির জন্যে যে একাই নামায পড়বে, ইমামের পিছনে মোক্তাদী অবস্থায় নয়)। থেকে দলীল সংগ্রহ করেছেন।

বস্তুতঃ হযরত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এর হাদীস- **لَا صَلٰوةَ اِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ**

(অর্থাৎ- যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করল না তার নামায হল না

এর ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, এই হাদীস শরীফটি একাই নামায পড়ার সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকাশ থাকে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ- সাল্লামের এরশাদ কে সাহাবায়ে কেরামের অপেক্ষা অন্য কোন লোক সুস্পষ্ট ভাবে বুঝার ক্ষমতা রাখতে পারে না। আর যখন হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর মত বিখ্যাত সাহাবী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা এই রুপ করেছেন যে, "উক্ত হাদীসটি একাই নামায পড়ার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে"। অতএব "সূরা ফাতেহা ছাড়া নামায হবে না" এই হুকুমটি মোক্তাদীর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট করা ভুল। কারণ হাদীসে রয়েছে ইমামের ক্বেরাতই মোক্তাদীর ক্বেরাত। সুতরাং ইমাম পাঠ করলেই যথেষ্ট হবে, মোক্তাদীকে পাঠ করার প্রয়োজন নেই। (তিরমিযী শরীফ ৪২ পৃষ্ঠার ভাবার্থ)।

ইমামের পিছনে ক্বেরাত নিষেধ

১) হাদীসঃ 'সহীহ মুসলিম' শরীফে হযরত আবু হোরায়রা এবং হযরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا ـ اٰمِيْن ـ عَنْ قَتَادَةَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا فَقَالَ فَحَدِيْثُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ

অর্থঃ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি ইমামতী করবে তো যখন সে তকবীর বলবে তোমরাও তকবীর বলবে আর যখন সে غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ (গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম অলা-দ্দা-ল্লীন) বলবে তো তোমরা আমীন বলবে। এবং হযরত ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু আনহু আরও বলেছেন যে যখন ইমাম ক্বেরাত করবে তো তোমরা নিশ্চুপ থাকবে।ইমাম মুসলিম বলেন এই হাদীসটি সহীহ হাদীস।

২) হাদীসঃ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ اَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَبْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاَةِ مَعَ الْاِمَامِ فَقَالَ لَا قِرَأَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ

অর্থঃ হযরত আতা বিন য়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইমামের সঙ্গে ক্বেরাত পাঠ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি বললেন ইমামের পিছনে কোন নামাযেই ক্বেরাত জায়েয নয়। চাই প্রকাশ্যে ক্বেরাতের নামায হোক বা গোপনীয় ক্বেরাতের নামায হোক। (মুসলিম শরীফ প্রথম খন্ড ২১৫ পৃষ্ঠা)।

৩) হাদীসঃ হযরত আবুমুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِذَا صَلَّيْتُمْ فَاَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ اَحَدُكُمْ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَاِذَا قَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

অর্থঃ যখন তোমরা নামাযে দাড়াবে তখন নিজ লাইনগুলি সোজা করেনিবে। আর যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ইমামতী করবে তো যখন ইমাম তকবীর বলবে, তোমরাও তকবীর বলবে আর যখন সে ক্বেরাত পাঠ করবে তো তোমরা নীরব থাকবে। (মুসলিম শরীফ)।

৪) হাদীসঃ হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

অর্থঃ যে ব্যক্তি নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করল না তার নামায হল না। কিন্তু ইমামের পিছনে পাঠ করবে না। (অর্থাৎ ইমামের পিছনে ক্বেরাত পাঠ করতে হবে না) । (তিরমিযী শরীফ ৪২ পৃষ্ঠা)।

৫) হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন।

اِنَّمَاالْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَاكَبَّرَفَكَبِّرُوْااِذَاقَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

অর্থঃ ইমাম তো এই জন্যেই বানানো হয় যে তার আনুগত্য করবে, সুতরাং যখন সে তকবীর বলবে তোমরাও তকবীর বলবে আর যখন সে ক্বেরাত করবে তো তোমরা নীরব থাকবে। (নাসাঈ শরীফ ৯৩ পৃষ্ঠা, ইবনে মাজা শরীফ ৬১ পৃষ্ঠা)।

৬) হাদীসঃ হযরত মুসা আশয়ারী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

اِذَاقَرَأَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا

অর্থঃ যখন ইমাম ক্বেরাত করবে তো তোমরা নীরব থাকবে। (ইবনে মাজা শরীফ ৬১ পৃষ্ঠা -আবু দাউদ শরীফ)।

৭) হাদীসঃ হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এরশাদ করেছেন।

مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ

অর্থঃ কোন ব্যক্তির কেউ ইমাম হলে তখন ইমামের ক্বেরাতই তার ক্বেরাত হবে। (ইবনে মাজা শরীফ ৬১ পৃষ্ঠা, মুসনাদে ইমামে আযাম)।

৮) হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন।

اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهٖ فَاِذَاكَبَّرَ فَكَبِّرُوْااِذَاقَرَأَ فَاَنْصِتُوْا

অর্থঃ ইমাম তো এই জন্যেই বানানো হয় যে তার আনুগত্য করবে। সুতরাং যখন সে তকবীর বলবে তোমরাও তকবীর বলবে, আর যখন সে ক্বেরাত করবে তো তোমরা নীরব থাকবে। (আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ ৯৩ পৃষ্ঠা)।

৯) হাদীসঃ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম নামায পড়ালেন। এরপর তিনি সাহাবায়ে কেরামের দিকে ফিরে বললেন।

اَتَقْرَؤُنَ وَالْاِمَامُ يَقْرَأُ فَسَكَتُوْافَسَأَلَهُمْ ثَلَاثًا فَقَالُوْااِنَّالَنَفْعَلَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا

অর্থঃ ইমামের ক্বেরাতের সময় তোমরাও কি তিলাওয়াত করো? সাহাবায়ে কেরাম চুপ থাকলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এই প্রশ্ন তিন বার করলেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ আমরা তা করি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বললেন, তোমরা করো না। (অর্থাৎ তোমরা ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না)। (তাহাবী শরীফ ১৫৯ পৃষ্ঠা)।

১০) হাদীসঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন।

مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْاِمَامِ فَلَيْسَ عَلٰى فِطْرَةٍ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে (সূরা ফাতেহা হোক বা অন্য কোন সূরা) সে নিয়মের উপর নেই। (তাহাবী শরীফ ১৬০ পৃষ্ঠা)।

১১) হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন।

لَيْتَ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ مُلِئَ فُوْهُ تُرَابًا

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে ক্বেরাত করবে, তার মুখ মাটিতে ভরে যাক। (তাহাবী শরীফ ১৬০ পৃষ্ঠা)।

১২) হাদীসঃ একবার হযরত উবাইদুল্লাহ বিন মিকসাম, (ইমামের পিছনে তিলাওয়াত সম্পর্কে) হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর, হযরত যায়েদ বিন সাবিত এবং হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) কে জিজ্ঞেস করলেন তাঁরা বললেন।

لَاتَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ فِىْ شَىْءٍ مِّنَ الصَّلٰوتِ

অর্থাৎঃ ইমামের পিছনে কোনো নামাযেই তিলাওয়াত করো না।

(তাহাবী শরীফ ১৬০ পৃষ্ঠা)।

১৩) হাদীসঃ হযরত আতা বিন ইয়াসার, হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুম কে বলতে শুনেছেন।

لَايَقْرَأُ الْمُؤْتِمُّ خَلْفَ الْاِمَامِ فِى شَىْءٍ مِّنَ الصَّلَوَاتِ

অর্থাৎঃ মোক্তাদী ইমামের পিছনে কোনো নামাযেই তিলাওয়াত করবে না।

(তাহাবী শরীফ ১৬০ পৃষ্ঠা)।

১৪) হাদীসঃ হযরত আবু জামরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন।

قُلْتُ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ اَقْرَأُ وَالْاِمَامُ بَيْنَ يَدَىَّ فَقَالَ لَا

অর্থাৎঃ আমি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু কে বললাম যে, আমি মোক্তাদী অবস্থাতেও কি ক্বেরাত করবই? তিনি বললেন না ।

(তাহাবী শরীফ ১৬০ পৃষ্ঠা)

১৫) হাদীসঃ হযরত নাফে রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু কে যখন জিজ্ঞেস করা হত যে, ইমামের পিছনেও তিলাওয়াত করতে হবে?

يَقُوْلُ اِذَاصَلَّى اَحَدُكُمْ خَلْفَ الْاِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَأَةُ الْاِمَامِ

অর্থাৎঃ তিনি বলতেন তোমাদের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করে তো ইমামের তিলাওয়াত তার জন্য যথেষ্ঠ।

(তাহাবী শরীফ ১৬০ পৃষ্ঠা)

১৬) হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন।

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يَقْرَأُ بِاُمِّ الْكِتَابِ فَهِىَ خِدَاجٌ اِلَّا صَلٰوةً خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থঃ যে নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয়নি তা অসম্পূর্ণ। তবে ঐ নামায ছাড়া, যা ইমামের পিছে আদায় করা হয়। (বায়হাকী শরীফ)।

১৭) **عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِاللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى وَكَانَ مِنْ خَلْفِهٖ يَقْرَأُ فَجَعَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ يَنْهَاهُ عَنِ الْقِرَأَةِ فِى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ اَقْبَلَ عَلَيْهِ الرَّجُلَ فَقَالَ اَتَنْهَانِىْ عَنِ الْقِرَأَةِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَتَنَازَعَا حَتّٰى ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ : مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ :**

অর্থঃ হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম নামায পড়ালেন আর হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু উনার পিছনে তিলাওয়াত করতেছিলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে এক ব্যক্তি তাকে নামাযে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করলেন, নামায শেষে হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই ব্যক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে বললেন, তুমি কি আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের পিছনে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করছ? অতঃপর দুই জনের মধ্যে কথা বাড়া বাড়ি হয়ে গেল শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম-এর নিকট উক্ত বিষয় পেশ করা হল। তিঁনি বললেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে, নামায আদায় করল তো নিঃসন্দেহে ইমামের তিলাওয়াত তারই তিলাওয়াত" (অর্থাৎ ইমামের তিলাওয়াতই মোক্তাদীর তিলাওয়াত)। (বায়হাকী শরীফ ২২৭পৃঃ)।

১৮। হাদীসঃ হযরত নাফে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলতেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়ল, ইমামের তিলাওয়াতই তার জন্য যথেষ্ঠ" (বায়হাকী শরীফ ২২৭ পৃষ্ঠা দ্বিতীয় খন্ড)।

১৯। হাদীসঃ হযরত আব্দুল্লাহ বিন শাদ্দাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন।

مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَاِنَّ قِرَاَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاَةٌ

অর্থঃ যে ব্যক্তি ইমাম হবে তো নিশ্চয় ইমামের তিলাওয়াত-ই তার তিলাওয়াত। (বায়হাকী শরীফ দ্বিতীয় খন্ড ২২৪পৃষ্ঠা)।

২০) হাদীসঃ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ وَرَجُلٌ يَقْرَأُخَلْفَهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ :مَنْ ذَاالَّذِىْ يُخَالِجُنِىْ سُوْرَتِىْ :فَنَهٰى عَنِ الْقِرَاَةِ خَلْفَ الْاِمَامِ

অর্থঃ হযরত ইমরান বিন হুস্বাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম লোক জনকে নামায পড়ালেন তো এক ব্যক্তি উনার পিছনে তিলাওয়াত করল। নামায শেষে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বললেন। সে কে সূরা তিলাওয়াত করে আমার দিলে উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল? তার পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করতে নিষেধ করলেন। (বায়হাকী শরীফ ২ খন্ড ২৩১ পৃঃ)।

২১) হাদীসঃ হযরত আতা বিন ইয়াসার রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু কে ইমামের পিছনে তিলাওয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তার উত্তরে তিনি বললেন।

لَا قِرَاَةَ مَعَ الْاِمَامِ فِى شَىْءٍ

অর্থাৎঃ কোন নামাযেই ইমামের পিছনে ক্বেরাত করা যাবে না। (বায়হাকী শরীফ ২খন্ড ২৩২ পৃঃ)।

২২) হাদীসঃ হযরত যায়েদ বিন সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন।

مَنْ قَرَأَ وَرَاءَ الْاِمَامِ فَلَا صَلٰوةَ

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি ইমামের পশ্চাতে তিলাওয়াত করল তার নামাযই হল না। (বায়হাকী শরীফ ২খন্ড ২৩৩ পৃঃ)।

صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالنَّاسِ فَقَرَأَ رَجُلٌ خَلْفَهُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ

اَيُّكُمْ قَرَأَ خَلْفِىْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ رَجُلٌ اَنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَاَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَاَةٌ (رواه اب محمد بخارى فى مسنده)

অর্থঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম লোকদের কে নামায পড়ালেন তো এক ব্যক্তি হুযুরের পশ্চাতে তিলাওয়াত করল। অতঃপর নামায শেষে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বললেন, আমার পিছনে তোমাদের মধ্যে কে তিলাওয়াত করল? এই কথাটিকে তিন বার বললেন, এক ব্যক্তি বলে উঠল হুযুর "আমি" তখন হুযুর বললেন, "যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে নামায পড়বে তো নিঃ সন্দেহে ইমামের তিলাওয়াতই তার তিলাওয়াত। (সাহীহুল বিহারী ৩৬০ পৃঃ)।

২৪) হাদীসঃ আমীরুল মোমেনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন।

لَيْتَ فِىْ فَمِ الَّذِىْ يَقْرَأُ خَلْفَ الْاِمَامِ حَجَرًا (رواه دارقطنى)

অর্থাৎঃ যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে তার মুখে পাথর হোক। (সাহীহুল বিহারী ৩৬১ পৃঃ, মোসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক)।

২৫) হাদীসঃ হযরত জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন।

كُلُّ صَلٰوةٍ لَا يُقْرَأُ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَهِىَ خِدَاجٌ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ

অর্থাৎঃ সেই সব নামায যাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা হয় না, অপূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু ইমামের পিছনে ছাড়া। (তিরমিযী শরীফ- সাহীহুল বিহারী ৩৬২পৃঃ)।

২৬) হাদীসঃ হযরত আবু হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলেছেন।

اِذَاقَالَ الْاِمَامُ غَيْرِالْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ فَقُوْلُوْا ـ اٰمِيْن

فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهٖ

অর্থঃ যখন ইমাম "গাইরিল মাগদুবি আলাইহিম অলা-দ্দা-ল্লীন" বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। এই জন্য যে, যার আমীন ফেরেশ্তাদের আমীনের মাফিক হবে তার আগের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। (বোখারী শরীফ, আবু দাউদ শরীফ, নাসাঈ শরীফ, সাহীহুল বিহারী ৩৯০ পৃষ্ঠা)।

☞ হযরত মুল্লা আলী ক্বারী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন। উক্ত হাদীস শারীফে মোক্তাদীকে নীরব থাকা এবং মনোযোগ সহকারে ইমামের ক্বেরাত শ্রবণ করার দিকে ইশারা করা হয়েছে। এবং আরও বলেছেন যে, এই হাদীস শরীফ থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, মোক্তাদী সূরা ফাতেহা পাঠ করবে না। কারণ হাদীসে বলা হয়েছে, "ইমাম যখন সূরা ফাতেহার শেষ অংশ" অলা-দ্দা-ল্লীন" বলবে তখন মোক্তাদী আমীন বলবে। যদি এটা না হত তো নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এই ভাবে বলতেন যে , তোমাদের মধ্যে প্রত্যেক (ইমাম হোক বা মোক্তাদী) যখন" অলা-দ্দা-ল্লীন" বলবে তো আমীন বলবে। কিন্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম এই ভাবে বলেননি। তিনি বলেছেন যে যখন ইমাম " অলা-দ্দা-ল্লীন" বলবে তখন তোমরা আমীন বলবে। সুতরাং প্রমাণ হয় যে, মোক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পাঠ করতে হবে না নীরব থেকে মনোযোগ সহকারে ইমামের ক্বেরাত শ্রবণ করবে।

উক্ত বিষয়ে হাদীস সমূহের দৃঢ়তা প্রমাণ

১। হাশীয়াহ তাহাবী প্রথম খন্ড ১৪৯ পৃঃ

رَوَاهُ الْاِمَامُ مُحَمَّدُابْنُ الْحَسَنِ فِى مُوَطَئِهِ عَنْ اَبِى حَنِيْفَةَ عَنْ مُوْسٰى بْنِ اَبِى عَائِشَةَ اِلٰى اٰخِرِ السَّنَدِ بِلَفْظٍ مَنْ صَلّٰى خَلْفَ الْاِمَامِ فَاِنَّ قِرَأَةَ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُنِيعٍ وَالْاِمَامُ الْهُمَامُ هٰذَاالْاِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلٰى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

অর্থাৎ– হযরত ইমাম মোহাম্মাদ বিন হাসান নিজ গ্রন্থ "মুআত্তা ইমাম মোহাম্মাদ" এ হযরত ইমাম আবু হানীফা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে

বর্ণনা করেছেন। যে ব্যাক্তি ইমামের পিছনে নামায আদায় করল, তো ইমামের ক্বেরাতই তার ক্বেরাত। হযরত মোহাম্মাদ বিন মানী এবং হযরত ইমাম হুমাম বলেন উক্ত হাদীসটির সনদ হযরত ইমাম বোখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্তে সহীহ (দৃঢ়) রয়েছে।

২) উপরোক্ত হাদীসটি ইমাম মোহাম্মাদ "মোআত্তা" গ্রন্থে দ্বিতীয় সনদের সহিত বর্ণনা করেছেন যাতে ইমামে আযম (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) -র নাম উল্ল্যেখ নেই। উক্ত হাদীসটি ইবনে মাজা শরীফ ৬১ পৃষ্ঠায় মারফু হিসাবে বর্ণিত রয়েছে, মুসনাদ ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল তৃতীয় খন্ড ৩৩৯ পৃষ্ঠায়, জামেউল মাসানিদ ১ম খন্ড ৩৩২ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীস সম্পর্কে লিখেছেন।

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ

অর্থাৎ- ইমাম বোখারী উক্ত হাদীসটিকে প্রথম শব্দগুলির সহিত এক জমাত লোকেদের থেকে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং ইমাম বোখারীর এক জমাত লোকদের কাছ থেকে বর্ণনা করাটাই উক্ত হাদীসটি দৃঢ় (সহিহ) হওয়ার প্রমাণ।

৩) আল্লামা মোহাম্মাদ বিন আলী নেমবী (রাহমাতুল্লাহি আলাইহি) নিজ গ্রন্থ "আসারুস সুনান" ১১৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন-

عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ اِمَامٌ فَقِرَأَةُ الْاِمَامِ لَهُ قِرَأَةٌ۔ رَوَاهُ الْحَافِظُ اَحْمَدُبْنُ مُنِيْعٍ فِىْ مُسْنَدِهٖ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِى الْمُؤَطَّاوَالطَّحَاوِىُّ وَالدَّارُ قُطْنِىُ وَاِسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

অর্থাৎ- হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত নবী করীম আলাইহিস সালাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির কেউ ইমাম হবে তো ইমামের ক্বেরাতই তার ক্বেরাত।

উক্ত হাদীসটিকে হাফিয আহমাদ বিন মানী নিজ মুসনাদে, মোহাম্মাদ বিন

হাসান শিবান নিজ মোআত্তায়, ইমাম আহমাদ বিন মোহাম্মাদ তাহাবী নিজ "তাহাবী শারীফে," এবং ইমাম দারুক্কুতনী, বর্ণিত করেছেন। এবং তার সনদ সাহীহ (সঠিক)।

ইমামের পিছনে ক্বেরাত না করাটাই যুক্তি যুক্ত

১) নামাযে সূরা ফাতেহা পাঠ করা যেমন জরুরী তেমনী অন্য সূরা মিলানোও জরুরী। মুসলিম শরীফে বর্ণিত।

لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْبِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَصَاعِدًا

অর্থাৎ- তার নামায হবে না, যে সূরা ফাতেহা এবং অন্য কিছু (আয়াত) পাঠ করবে না।

গায়ের মোক্কাল্লিদ ওহাবীরাও স্বীকার করে যে, মোক্তাদী ইমামের পিছনে তিলাওয়াত করবে না। তাহলে সূরা ফাতেহাও তিলাওয়াত না করা চাই। কেননা অন্য সূরার ক্ষেত্রে যদি ইমামের পড়াই যথেষ্ট হয়, তাহলে সূরা ফাতেহার বেলায়ও ইমামের তিলাওয়াত যথেষ্ট হবে।

২) যে ব্যক্তি রুকুতে গিয়ে ইমামের সাথে নামাযে শরীক হয়, সে পূর্ণ রাকাত পেয়ে যায়। যদি মোক্তাদীর উপর সূরা ফাতেহা পাঠ করা আবশ্যক হতো তা হলে সে পূর্ণ রাকাত পেত না। দেখুন এ লোকটি তাকবীরে তাহরীমা বলেনি এবং তাকবীরে তাহরীমার পথে এক তাসবীহ পরিমাণ সময়ও দাঁড়ায়নি। বরং সোজা রুকূতে চলে গিয়েছে। তাহলে (তাদের মতানুযায়ী) সে রাকাত পায়নি। কেননা তাকবীরে তাহরীমা ও ক্বিয়াম মুক্তাদীর উপর ফরয যদি এরূপ হত যে তার উপর সূরা ফাতেহা ফরয হত, তাহলে তা পড়া ছাড়া তার রাকাত হত না। বুঝা গেলো, ইমামের ক্বেরাতই তার জন্য যথেষ্ট। যখন এ মোক্তাদীর জন্য ক্বেরাত প্রয়োজন না হয়, তাহলে অন্যান্য মোক্তাদীর বেলায়ও ক্বেরাত প্রয়োজন নেই।

৩) যদি মোক্তাদীর উপর সূরা ফাতেহা পড়া এবং " আমীন " আবশ্যক হয় তাহলে বলো- যদি ইমাম মোক্তাদীর পূর্বে সূরা ফাতেহা শেষ করে আর মোক্তাদী তখনও সূরা ফাতেহার মাঝখানে হয় তাহলে মোক্তাদী আমীন

বলবেকি না? যদি বলে তাহলে সূরা ফাতেহা শেষ করেই 'আমীন' বলবে। আর যদি না বলে তো হাদীস উল্লেখ করেই জবাব দিন, না দু'বার আমীন বলা জায়েয আছে, না সূরা ফাতেহার মাঝখানে আমীন বলা বৈধ?

৪) যদি মোক্তাদী সূরা ফাতেহার মাঝখানে হয় আর ইমাম রুকূতে চলে যায় তখন মোক্তাদী কি সূরা ফাতেহা অর্ধেক বাদ দিয়ে দিবে না রুকূ বাদ দিবে? জবাব যাই দিন প্রমাণ স্বরূপ হাদীস দেখান। নিজের জ্ঞান ও ধারণা প্রসূত জবাব দিবেন না।

৫) রাজ দরবারে যখন এক দল লোক যায় তখন সবাই দরবারের শিষ্টাচারিতা নিয়মকানুন পালন করে। কিন্তু আবেদন- নিবেদন সবাই করে না বরং সবার পক্ষ থেকে দল নেতাই করে।

অনুরুপ নামাযীরাও জামায়াতে নামায পড়ার সময় আল্লাহ পাকের সমীপে ঐ দলের মতই উপস্থিত হয়ে তাকবীর তাসবীহ, তাশাহহুদ ইত্যাদি পড়ে ঐ মহান দরবারে রীতি নীতি সব পালন করবে কিন্তু ক্বোরআন পাঠ হলো বিশেষ নিবেদন যা দলের নেতা তথা ইমাম পেশ করবে।

৬) সাইকেলে দু'জন ব্যক্তি চাপলে শুধু সিটে আসনকারী (চালক) কেই প্যাডল করতে হয়, কেরিয়ারে অবস্থানকারী কে প্যাডল করতে হয় না। অনুরূপ ইমাম সাহেব সূরা পাঠ করলেই যথেষ্ট, মোক্তাদীকে তিলাওয়াত করতে লাগে না।

وَمَاعَلَيْنَااِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنَ

ইতি -

মোঃ আব্দুল আযীয কালিমী

বড় বাগান, মানিক চক, মালদা

০৩ অক্টোবর ২০১৫ খ্রীঃ)